দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 MAR 2011
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

শিক্ষাঙ্গনে আবারো বোরকা বিতর্ক

রবিউল আউয়াল

গণতন্ত্র, মানবাধিকার, প্রগতিবাদ, মুক্তবুদ্ধির চর্চাসহ এ জাতীয় শব্দগুলো বরাবরই চোখে পড়ে। শব্দগুলো শুনতে যে কারোরই ভালো লাগার কথা। কিন্তু একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে শব্দগুলোর ব্যবহারকারীরা নিজেদের মর্জি ও সুবিধা বিবেচনায় নিজের মতকে অন্যের ওপর অযাচিতভাবে আরোপ করে নিজেদের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করতেই ওগুলো ব্যবহার করছেন। আদতেই এই শব্দগুলোর বাস্তব প্রয়োগ আছে কিনা তা সচেতন মহল একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন।

সম্প্রতি রাজধানীর একটি কলেজের প্রিন্সিপাল কর্তৃক বোরকা পরে আসার কারণে একজন ছাত্রীকে কলেজ থেকে বের করে দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গণমাধ্যমতো বটেই সারা দেশেই এ নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। গত ২ মার্চ দেশের কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের খবরে বলা হয়, রাজধানীর উত্তরা রাজউক মডেল কলেজে সুমাইয়া নামের এক ছাত্রীকে বোরকা পরে কলেজে আসায় প্রিন্সিপাল কলেজ থেকে বের করে দিয়েছেন। খবরে জানা যায় ওই ছাত্রী ভর্তি হওয়ার সময় পূর্ববর্তী প্রিন্সিপালের কাছ থেকে বোরকা পরে কলেজ করার বিষয়ে অনুমতি নিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান প্রিন্সিপাল কলেজের 'ড্রেস কোড'-এর কথা বলে বোরকা পরে কলেজে আসতে দিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

শালীনতা, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ ও বিবেচনাবোধের প্রশ্নে একজন প্রিন্সিপাল কর্তৃক কলেজে বোরকার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত কি অনুচিত সে প্রসঙ্গকে বাদ দিলেও বলা যায় দেশের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত মৌলিক অধিকার এবং অবশ্যই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আইন-কানুন সম্পর্কে প্রিন্সিপাল মহোদয়ের সম্যক ওয়াকিবহাল থাকার কথা। এ প্রসঙ্গে ২০১০ সালের মাঝামাঝিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে বিশেষ করে নারীদের পোশাকের ব্যাপারে হাইকোর্টের একটি রায়ের কথা বলা যায়। সে সময়ে নাটোরের রাণী ভবানী সরকারী মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল কর্তৃক কলেজে বোরকা পরে আসতে বাধা-বাধকতা জারির অভিযোগে দুইজন আইনজীবী এর বিরুদ্ধে রিট আবেদন করলে হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছিল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস-আদালতে নারীদের বোরকা পরে আসতে বাধ্য করা যাবে না। এ আদেশের প্রেক্ষিতে একই সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ সম্পর্কে একটি পরিপত্র জারি করা হয়। পরিপত্রে বলা হয়, বোরকা না পরার কারণে কোন ছাত্রীকে হয়রানি বা নির্যাতন করা যাবে না। পরিপত্রে আরও বলা হয় বোরকা বা ধর্মীয় পোশাক পরতে বাধ্য করায় এবং খেলাধুলা ও সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়ায় বাধা দেয়া হলে তা অসদাচারণ বলে গণ্য হবে এবং এমন অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বোরকা পরায় বের করে দেওয়ায় উত্তরা রাজউক মডেল কলেজ থেকে বোনকে নিয়ে বেরিয়ে যায় ছাত্রী সুমাইয়া

পোশাক পরিধানের ব্যাপারে হাইকোর্টের এ রায় বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় : নারীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে তাদের পোশাক নির্বাচনে স্বাধীন। অর্থাৎ কেউ যদি বোরকা ছাড়া কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কর্মক্ষেত্রে আসতে চায় তাতে যেমন বাধা দেয়া যাবে না তেমনি কেউ যদি ওইসব স্থানে বোরকা পরে আসতে চায় তাতেও কেউ বাধা দিতে পারবে না। একইভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা পরিপত্র অনুযায়ী নারীদের খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও পোশাকের ব্যাপারে কেউ বাধা-বাধকতা আরোপ করলে বা এ ব্যাপারে কোন ধরনের মন্তব্যকে অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং রাজউক কলেজের প্রিন্সিপাল কর্তৃক বোরকা পরার কারণে একজন ছাত্রীকে কলেজ থেকে বের করে দেয়া এবং খবর অনুযায়ী বোরকাকে 'অভ' বা দৃষ্টিকটু পোশাক বলে মন্তব্য করা অবশ্যই আদালতের রায় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী অসদাচারণের শামিল।

গত বছরের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝিতে রাজধানীর হলিক্রস স্কুলেও ঠিক এমনই ঘটনা ঘটেছিল। তখন এ নিয়ে গণমাধ্যমে অনেক আলোচনা ও লেখালেখি হয়েছিল। কিন্তু যতদূর জানা যায়, ওই ছাত্রীটি এর কোন প্রতিকার পায়নি। আমাদের চলমান সামাজিক ও প্রশাসনিক পরিকাঠামোতে এ নিয়ে আপাতত বিস্মিত হওয়ার তেমন কোন কারণ নেই। কারণ গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের এমনি একপেশে অবয়বের পরিচিতি নিয়েই আমরা চলছি দীর্ঘদিন। কিন্তু যে দেশের বেশিরভাগ মানুষ ধর্মপ্রাণ এবং আবহমানকাল ধরেই ধর্মীয় বিধি-বিধান পরিপালন করে আসছে এবং যা দেশের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃতও সে বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ বা তা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য যারা করেন তাদের নিয়ে নতুন ভাবনার অবকাশ অবশ্যই আছে।

বিনয়, নম্রতা, চারিত্রিক শুদ্ধতা, নগ্নতার পরিবর্তে লজ্জাশীলতা এবং অশালীনতা পরিহার ইত্যাদি হচ্ছে ইসলামী পোশাক বিধানের মূলনীতি যা একজন মানুষের মধ্যে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশে সাহায্য করে। এমনি পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ইসলামে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এমনি পোশাকের ব্যাপারে যারা বিরূপ মানসিকতা পোষণ করেন তারা আর যাই হোক একটি শালীন ও উন্নত মানসিকতা সম্পন্ন প্রজন্ম গড়ে উঠুক তা যে তারা চান না তা স্পষ্ট। আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ এই অশালীন সংস্কৃতি ও মানসিকতা আমরা নির্লিপ্তভাবে সমর্থন করছি বলেই চারদিকে এত সামাজিক ও নৈতিক বিকৃতির স্রোত দেখতে পাচ্ছি। সমাজ বিকৃতির প্রতি এই নির্মোহ দৃষ্টির কারণে প্রতিনিয়তই আমাদের চারপাশে একটার পর একটা ঘটনা ঘটছে আর আমরা আহত হচ্ছি, দু'দিন পর আবার ভুলে যাচ্ছি।

❑ লেখক : উন্নয়ন কর্মী